জ ন্মা ন্ত র

বরুণ পিকচার্সের নিবেদন

জন্মান্তর

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**অসীম ব্যানার্জী**

কাহিনী ও সংলাপ—শ্রীপ্রহ্লাদ। সুর-সৃষ্টি—সরোজ কুশারী। গীতিকার—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও শ্যামল গুপ্ত। চিত্রগ্রহণ—সন্তোষ গুহ রায়। শব্দ গ্রহণ—জে, ডি, ইরাণী। সঙ্গীতানুলেখন—সত্যেন চ্যাটার্জী ও জে, ডি, ইরাণী। সম্পাদনা—শিব ভট্টাচার্য। শিল্প নির্দেশ—গৌর পোদ্দার। রূপসজ্জা—শৈলেন গাঙ্গুলী। পট-শিল্প—কবি দাশগুপ্ত। ব্যবস্থাপনা—ঝন্টু মালাকার। স্টুডিও ব্যবস্থাপনা—প্রমোদ সরকার। স্থির চিত্র—স্টুডিও ক্লিক্, ক্যাপস ফটোগ্রাফী। পরিচয় লিপি—ডি, জি, ব্রাদার্স। সাজসজ্জা—নিউ স্টুডিও সাপ্লাই, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং। যন্ত্র-সঙ্গীত—গ্র্যাণ্ড অর্কেস্ট্রা। আলোক সম্পাত—শান্তি সরকার। প্রচার পরিচালনা—নিকুঞ্জ পত্রী।

কণ্ঠ-সঙ্গীত—গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রূপায়ণে অরুন্ধতী মুখার্জী, নির্মলকুমার, অসিতবরণ, কালী ব্যানার্জী, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, নৃপতি, বীরেন, মাঃ বাবুয়া, মাঃ দেবাশীষ, সাধন, শ্যামল, ডাঃ মনোরঞ্জন, অপর্ণা দেবী, তপতী ঘোষ, রেণুকা রায়।

সহকারীবৃন্দ—পরিচালনায়—অজিত চক্রবর্তী, রাজকুমার রায়চৌধুরী। চিত্রগ্রহণে—রঞ্জিত চ্যাটার্জী, বীরেন মুখার্জী। শব্দ গ্রহণে—সিদ্ধি নাগ, সন্তু বোস। সম্পাদনায়—অমলেশ সিকদার। শিল্প নির্দেশে—নির্মল চন্দ্র। ব্যবস্থাপনায়—সতীশ দাস, গৌর দাস। আলোক সম্পাতে—হেমন্ত, মনোরঞ্জন, দেবেন, সুখরঞ্জন। পটশিল্পে—রবি দাসগুপ্ত, প্রবোধ ভট্টাচার্য। রূপসজ্জায়—গৌর দাস, অনাথ মুখার্জী। সাজসজ্জায়—কার্তিক সাহা।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আর, সি, এ ও বিবস্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত। বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস্ লেবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক :—**নর্মদা চিত্র**

জন্মান্তর যদি সত্য হয়, পুনর্জন্ম বলে যদি কিছু থাকে তবে মানুষের অতৃপ্ত কামনার হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন একদিন রূপে রসে রঙিন হয়ে দেখা দেবেই। আজকের যেটা বাস্তব বলে আমরা ভুল করি কালকে সেটা হয়তো মিথ্যায় পরিণত হ'তে পারে, কিন্তু সেই ভুল, সেই যে একটা অনাগত আকাংখা তার কি কোন পরিণতি নেই? তার মাঝখানে কি সত্যের কোন ছোঁয়া লাগেনা? যদি এটা মিথ্যা হবে তবে……আশীষের জীবনে কেমন করে আসে মিনতির রূপ ধরে অনেক—অনেক দিন হারিয়ে যাওয়া কবি?

আশীষ শিল্পী। ছবি এঁকে তার দিনগুলো কাটায়। বহুদিনের পুরণো চাকর নিধু তাকে বুকে করে মানুষ করেছে তার বাপ-মায়ের মৃত্যুর পর। আর কাকার হাত থেকে অনেক মামলা মোকর্দমা করে তার সম্পত্তিকে রক্ষা করেছে। নিধুদা তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে চেয়েছিলো ভাল চাকরি করে দিন কাটাক। কিন্তু আশীষ তার সব আশাকে ভেঙে দিয়েছে। তবুও স্নেহের আকর্ষণে তার সব দোষ ভুলে তাকে বুকে করে আগ্‌লে রেখে এতটুকু থেকে এতবড় করেছে—শাসন আর ভালবাসার প্রলেপ দিয়ে।

একদিন অস্তমান সূর্যের রঙিন আলোর সাথে মিলিয়ে একটি কুমারীর ছবি আঁকলে আশীষ। বন্ধু সমরের অনুরোধে সে ছবিখানি একটি এক্‌জিবিশনে পাঠালো ও পুরস্কার লাভ করলো।

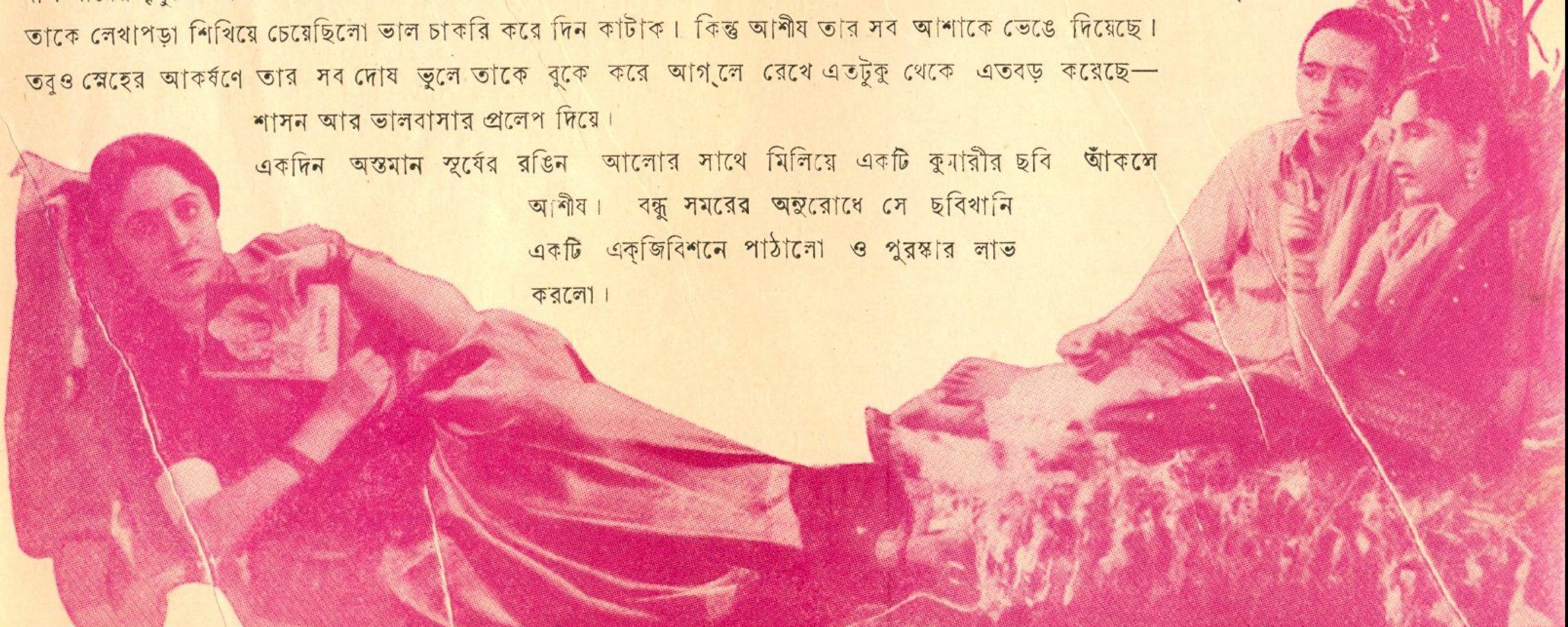

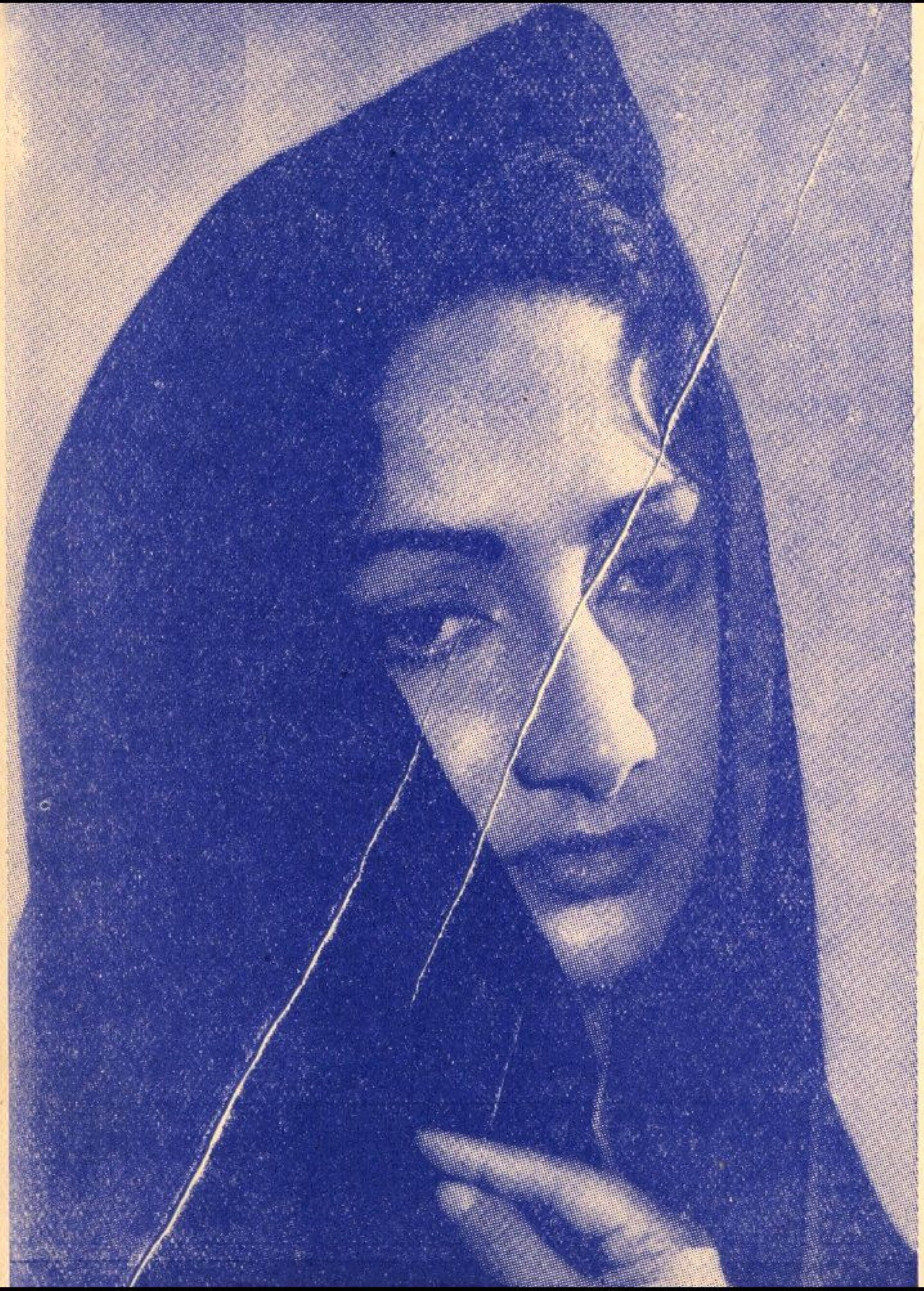

কিন্তু যেদিন কাগজে বেরুলো সেই ছবি সেদিন ছুটে এলো কবি—সেই মেয়েটি—তাকে তিরস্কার করতে। কিন্তু কোথায় ভেসে গেল তার সব আক্রোশ এই আর্টিস্টের উপর তার নিঃসহায় জীবন যাত্রা দেখে। রাগ ক্রমেই পরিণত হয় অনুরাগে—আবেগ আসে আকাংখার তীর ছুঁয়ে।

দিন যায়। তাদের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই হয় গাঢ়। কিন্তু নারী ও পুরুষের মিলনে বোধ হয় ভগবানের অভিশাপ আছে। তাই কবির বাপ মা এই আর্টিস্টের হাতে সঁপে দিতে রাজী হ'লো না তাদের একমাত্র মেয়েকে। কেননা সেখানে এক বিরাট প্রাচীর তুলেছে জাতের অহমিকা। ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাচবিচার।

প্রতিবাদ জানালো কবি। কিন্তু শাসনের মানদণ্ড তার সমস্ত আশা আকাংখাকে ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন করে দিলো। সুতরাং……

প্রেমের মর্যাদা রাখতে কবি নিজেকে অঞ্জলি দিলো মৃত্যুর গহ্বরে আত্মহত্যা করে—বিয়ের দিনই।

সতী বিরহে দেবাদিদেব মহাদেব যেমন উন্মত্ত হয়ে স্বর্গমর্ত রসাতল ওলোটপালোট করে ছিলেন তেমনই কবি বিরহে আশীষ দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

এমনি করে কেটে গেল দীর্ঘ কুড়িটি বছর।

নিধুদাকে নিয়ে আশীষ বাসা বাঁধলো রাঁচির শ্যামকোমল প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে। ঘরখানি সাজালো হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির সমুদ্র মন্থনকরা তার অতীত জীবনের কল্পনার রঙে আঁকা কবির সবগুলি ছবি দিয়ে। তৈরী করলো এক অপূর্ব সমারোহময়তা। দিন তার কাটে সেই ধ্যানে।

মিনতি থাকে তাদেরই বাড়ীর পাশে তার বিধবা মা বৃদ্ধ দাদু আর ছোট ভাইকে নিয়ে। হঠাৎ একদিন তার ভাই বুলু আবিষ্কার করলো পাশের বাড়িতে দিদির ছবি দেখে এলো। অবিশ্বাসের দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে মিনতি আর তার বন্ধু ডলি সেখানে গিয়ে যা দেখলো তাতে তাদের বিস্ময়ের আর সীমা নেই। এ কেমন করে সম্ভব হয় ? তারই মত নিখুঁত ছবিগুলি কেমন করে এলো এখানে ?

নিধুদাও মিনতিকে দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠে! একি ব্যাপার। তার কবিদি কেমন করে আবার এখানে এলো ? আশীষকে সে একথা বলে—কিন্তু আশীষ তার কেনো কথাই বিশ্বাস করেনা। কিন্তু যেদিন সমস্ত ব্যাপারের বোঝাপড়া করতে মিনতি এলো তার চোখের সামনে সেদিন আশীষও কম অবাক হয়নি।

তারপর……

তারপর তাদের দু'জনের মনেই ওঠে এক বিরাট ঝড়। এ কেমন করে সম্ভব। আশীষ ভাবে হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন আবার কি করে সামনে এসে দাঁড়াল বাস্তবরূপ ধরে ? মিনতি ভাবে যাকে সে কোনদিন চোখে দেখলো না সে কেমন করে তারই প্রতিকৃতি আঁকলো এমন নিখুঁত ভাবে ? এ জন্মের এই যে বিস্ময় সেকি গত জন্মের রশ্মি ভেদ করেছে তার চোখের সামনে। সবাইকে জিজ্ঞাসা করে, জন্মান্তর-বাদের অসংখ্য বই পড়ে সে আকুল আবেগে। কিন্তু তার চিন্তার বিরাম নেই।

সকলের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মিনতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। ছুটে যায় আশীষের বাড়ীতে ; "কেন আপনি এমন ভাবে আমার শান্তি নষ্ট করছেন ? পারেন না এখান থেকে চলে যেতে।" আশীষ আঘাত পায় মিনতির কথায়। "আমি চলে গেলে তুমি শান্তি পাবে ? আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি অনেক দূরে চলে

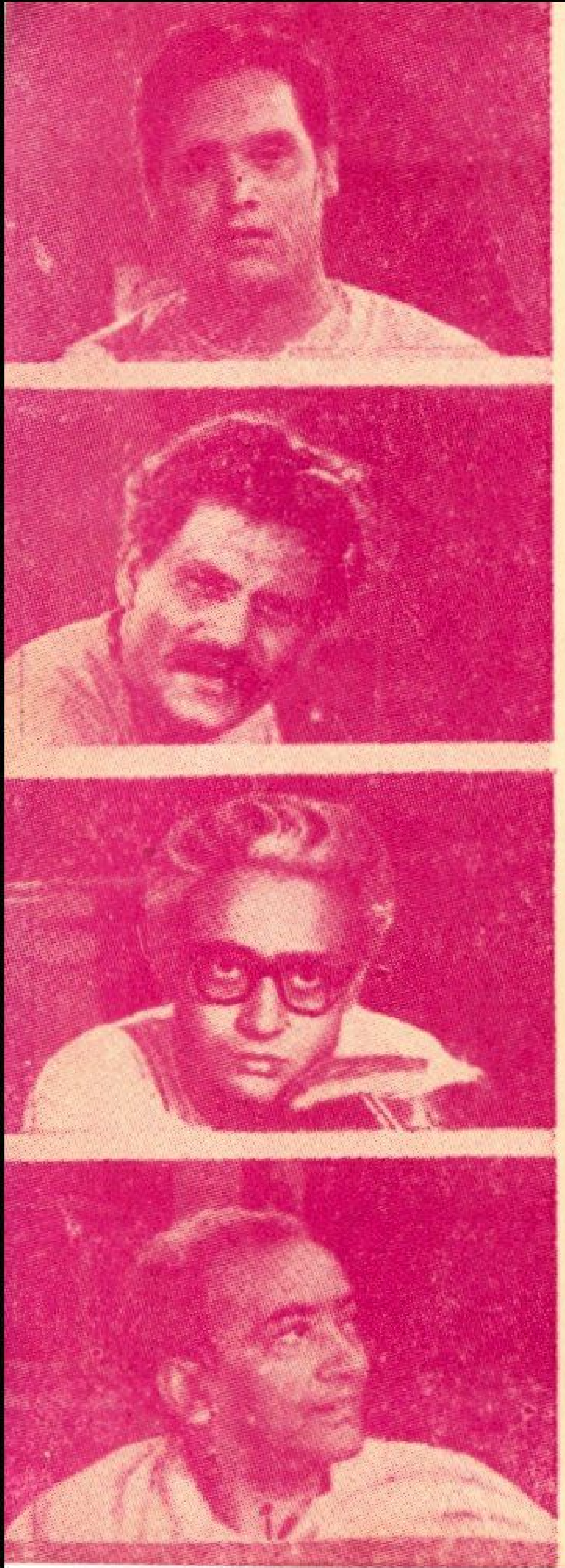

যাব” কিন্তু তার পূর্বেই আশীষ রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে; ডাক্তারের অনুরোধে নিধুদা বার বার মিনতিকে অনুরোধ করল একবার এসে আশীষকে দেখে যাওয়ার জন্য।

কিন্তু মিনতি অনমনীয়।

দু'জনেই ভাবে এইটি কি জন্মান্তরের কথা। জন্মান্তর বলে কি কিছু আছে? তাদের এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তারই পরিণতি জন্মান্তর—আর জন্মান্তর ছবির পরিণতি প্রতিটি দর্শককে কি বিস্ময়ে ও আবেগে অভিভূত করবে।

মিনতির গান

ওই তো শুনি পাখী ডাকে
বনশাখে
পাতায় মাতায় ছন্দ,
প্রাণ ভোলে আর দোলে ফুলের
মধুমদির গন্ধ
মাতালো ছন্দ
ফুলের গন্ধ।
মনের কথা গানের সুরে—
যায় ভেসে যায় কোন সুদূরে
সুন্দর মোর এলো সে তাই
সাথে তার এলো আনন্দ।
ঝরা কাহিনীর দেশে এবার
বাঁধব বাসা মোরা দুজনায়
বসন্ত দিন রবে চির
রঙ্গীন হয়ে সেথায়।
মোর নয়নে সেই আবেশে
স্বপ্নমায়া জড়ালো এসে।
হৃদয় দুয়ার দিল খুলে
সমীরণ মৃদুল মন্দ॥

—শ্যামল গুপ্ত

কবরীর গান

মাটির কোলে থাকে সে এক লজ্জাবতী লতা
আকাশ বলে এস তোমায় শোনাব তার কথা॥
বাসরে তার জোনাকীরা আনে আলোর বন্যা,
গাঁথলো মালা গন্ধ ঢালা নানা ফুলের কন্যা।
প্রজাপতির পথ চেয়ে তার কতই অধীরতা॥
দখিন হাওয়ার শানাই শুনে মৌমাছিরা মাতে
শিশির ঢালে জলের ঝারি পদ্ম পাতা পাতে,
লগ্ন এল যখন পেল প্রজাপতির সাড়া

সবার মুখেই ফুটল হাসি লজ্জাবতী ছাড়া
ডাক শুনে তার ভাঙলো না তার হায় গো নীরবতা।

—শ্যামল গুপ্ত

কবরীর গান

একবার কানে কানে
বল ভালবাসি।
তোমারই এ পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসি
কেন এই আসা যাওয়া সেকি তুমি জান না
সুরে সুরে ভরে দাও
মরমের এই বাঁশি
ফিরে ফিরে আসি।
তব লাগি যত প্রেম আছে মোর প্রাণে
তোমারই সে কাছে মোরে শুধু টেনে আনে।
একবার কানে কানে
বল ভালবাসি।
আমার মত যেন কেউ এত ভালবাসেনি
আর কারও জীবনে এত প্রেম আসেনি।
এত ভালবাসেনি
চিরদিন তোমারে যে ভালবেসে যাব
জনমে জনমে আমি তোমারেই পাব
তুমি আছ আছে তাই
এত আলো হাসি
বল ভালবাসি।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

ছায়াটুকু রেখে প্রদীপ হলো যে ম্লান
আঁধারে হারায়ে গেল আমারই যে অভিমান।
আমি যত যেতে চাই তবু হেসে
তুমি দাঁড়াও আমার কাছে এসে।
ছিঁড়ে যাই যদি মায়ারই বাঁধন
কাঁদে গো কেন এ প্রাণ।
আলোর আড়ালে আলেয়া কত না জ্বলে
বোঝায়ে গেল গো
বোঝায়ে গেল এত হাসি শেষে
বেদনা যে কারে বলে।
যে মালাটি ঝরে রয়ে রয়ে
প্রেম কাঁদে তারই স্মৃতি লয়ে।
তবু তোমারি পূজায় ধূপের মতন
করি যে নিজেরে দান।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

নর্মদা চিত্র, ৩২এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত। ১৬ নঃ পঃ